উপস্থাপন করি।

(২) "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থঃ পৃষ্ঠা নং-৩৩০

উপরে আমি " بِدْعَةٌ"((বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমি " بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, ভাব ও মর্ম বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা।

(১) ঈমান বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ নব আকিদা (আল-মুনজিদ, আরবী-আরবী অভিধান)।
(২) ধর্মের সনাতন ধারার পরিপন্থি চিন্তা ও কর্ম (আল-মানার, আরবী-বাংলা অভিধান)।
(৩) ধর্মে সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু [(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)] (আল-মু'জামুল ওয়াসিত, অরবী-আরবী অভিধান)।
(৪) "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে-Heresy (হিরেসি) ।

Heresy (হিরেসি) শব্দটির অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থঃ

(ক) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বা বিশ্বাস (সকল ইংরেজি আভিধান)।
উপরে উল্লেখিত আরবী ও ইংরেজী অভিধানসমূহে লিখিত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দের ব্যাখ্যামূলক বিস্তৃত আরবি প্রতিশব্দের ০৪টি বাংলা অর্থানুযায়ী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণী- " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির আইনগত অর্থসমূহ পর্যায়ক্রমে-
(ক) ঈমান বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ নব আকিদাই "ভ্রষ্টতা"।
(খ) ধর্মের সনাতন ধারার পরিপন্থি চিন্তা ও কর্মই "ভ্রষ্টতা" ।
(গ) ধর্মে সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই [(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)] "ভ্রষ্টতা"।
(ঘ) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বা বিশ্বাসই "ভ্রষ্টতা"।
আমরা উপরোল্লিখিত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ, ভাব ও মর্ম এবং অভিধানভিত্তিক শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ, ভাব ও মর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানানুসারে এখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামি শরীয়তে "নতুন আইন সংযোজন বা সংযোগ" তথা بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) প্রচলন বা بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) অনুপ্রবেশ করানো হরাম। (ক)ঈমান বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ নব আকিদাই "বিদআত"।
(খ) ধর্মের সনাতন ধারার পরিপন্থি চিন্তা ও কর্মই "বিদআত "।
(গ) ধর্মে নতুন সংযোজিত বা সংযোগকৃত কিছুই [(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)] "বিদআত" ।
(ঘ) প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বা বিশ্বাসই "বিদআত" ।
(ঙ) ইসলামি শরীয়তে নতুন আইন সংযোজন বা সংযোগই "বিদআত"।

ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু [1] সংযোজন বা সংযোগ হওয়ার পদ্ধতি বা পন্থাঃ

দুটি পদ্ধতি বা পন্থায় ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু সংযোজন বা সংযোগ হয় ।
(১) যে কোন নতুন বিষয়, কাজ ও ব্যাপারকে গ্রহণ করার,পালন করার ,মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক "ফরজ বলা বা ফরজ" শব্দ প্রয়োগ করা এবং বর্জন করার জন্য "হারাম বলা বা হারাম" শব্দ প্রয়োগ করা হলেই ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু [2] সংযোজন বা সংযোগ হয় ।
(২) মহান আল্লাহ তাআ'লার বিধি-বিধান,আদেশ-নিষেধ এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রদত্ত যে কোন বিধি-বিধান,আদেশ-নিষেধ ও সুন্নাহর হ্রাস-বৃদ্ধি, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে নতুন কিছু [3] সংযোজন বা সংযোগ হয় ।
যেমন নিম্নে বর্ণিত উদাহরণে প্রদত্ত এবং এর সদৃশ যে কোন নতুন বিষয় কে ----------
---
-
[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি
[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি
[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি,
৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি এ রকম যে কোন নতুন ব্যাপার, বিষয়,কাজ ও বস্তুকে গ্রহণ করার,পালন করার ,মানার জন্য কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক "ফরজ বলা বা ফরজ" শব্দ প্রয়োগ

---

[1] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**
[2] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**
[3] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

করা এবং বর্জন করার জন্য “হারাম বলা বা হারাম” শব্দ প্রয়োগ করাই হচ্ছে শরীয়তী তথা আইনগত অর্থে " بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) তথা (ইসলাম ধর্মে) “সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইন” । কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এরূপ মন্তব্য করার মাধ্যমেই কোন নতুন বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু “(ইসলাম ধর্মে) " اِحْدَاث " (ইহদাছুন) তথা নতুন কিছু [4] সংযোজন বা সংযোগ”হয় কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক ঘোষিত এই ফরজটি বা এই হারামটিই হচ্ছে مُحْدَثَة (মুহদাছাতুন) তথা “(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন আইন” আর" مُحْدَثَةٌ "(মুহদাছাতুন) শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে " بِدْعَةٌ"(বিদআ’তুন) । এটাই "مَرْدُوْد" তথা পরিত্যাজ্য।
সিদ্ধান্তঃ ইসলামি শরীয়তে " بِدْعَةٌ"(বিদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধর্মে) নতুন কিছু[5] সংযোজন বা সংযোগ” হারাম।

"اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির তিনটি অর্থের বাস্তব প্রয়োগঃ

"اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির তিনটি অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে-
(ক) অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ।
(খ) অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ।
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ।
" كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (কুল্লু বিদআ’তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা “অলংকার শাস্ত্রের” ব্যবহার করে উপরে আমি "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির তিনটি অথর্ই যেমন-
(ক) অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ
(খ) অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।
বর্ণিত "اَلْبِدْعَةُ" শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة ") তথা ইসলামি আইনে কোন অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য, প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় তা আমি "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা (আরবি) অলংকার শাস্ত্রের দুটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى " (ইলমুল মাআ’নী) ও "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী”) এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নে বিশদ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ তাআ’লা। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী - " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(কুল্লু বিদআ’তিন দলালাতুন) বাক্যটি শাব্দিক দিক দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক এবং অর্থগত দিক দিয়ে অতি সূক্ষ্ম কিন্তু জটিল। এরূপ গুণসম্পন্ন বাক্যের অর্থ বোধগম্য হওয়া কঠিন বিধায় অনুরূপ বাক্যের অর্থ সহজ ও বোধগম্য করে তোলার জন্য প্রতিটি ভাষায়ই "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা ” অলংকার শাস্ত্র” নামে এক বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। এ পদ্ধতি ও কৌশলগুলো অলংকার শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বিবৃত আছে।

---

[4] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**
[5] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

(১) "بِدْعَةُ" (বিদআতুন) শব্দটির শরীয়তী তথা আইনগত অর্থঃ- নিম্নে বর্ণিত (ক,খ,গ,ঘ) বর্ণমালায় ক্রমিকসম্বলিত চারটি (০৪টি) পদ্ধতিতে বিস্তারিত আলোচনা:

(ক) "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْاِيْجَازُ" (আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং "اَلْاِطْنَابُ" (আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে>>

"عِلْمُ الْمَعَانِى"(ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْاِيْجَازُ" (আলইজাযু)"প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং "اَلْاِطْنَابُ" (আল ইতনাবু) "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতির ব্যবহারঃ

উপরে আমি "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভূক্ত "اَلتَّوْرِيَةُ " (আত তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" পদ্ধতির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এ "اَلتَّوْرِيَةُ "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল বাক্যে ব্যবহৃত দুই অর্থবিশিষ্ট (নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্থবিশিষ্ট) শব্দের গ্রহণযোগ্য অর্থের সিদ্ধান্ত দেয়া। আমি তা ওখানে দেখাইয়েছি । আমি এখন "عِلْمُ الْمَعَانِى"(ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত " اَلْاِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"এবং "اَلْاِطْنَاب"(আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতির উপর আলোচনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা । এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল "عِلْمُ الْمَعَانِى" (ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত " اَلْاِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে " عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভূক্ত "اَلتَّوْرِيَةُ "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহীত অর্থবিশিষ্ট ও শব্দসম্বলিত বাক্যকে "عِلْمُ الْمَعَانِى"(ইলমুল মাআ'নী) এর অন্তর্ভূক্ত "اَلْاِطْنَابُ" (আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘ রূপ" পদ্ধতিতে সহজ ও সরল অর্থে প্রকাশ করা। "

(খ) "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভূক্ত "اَلتَّوْرِيَةُ " (আত তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" ব্যবহারের মাধ্যমে<>

" عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী')এর অন্তর্ভূক্ত "اَلتَّوْرِيَةُ "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" নামে এক পদ্ধতির ব্যবহারঃ

কোন আরবি বাক্যে "عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভূক্ত "اَلتَّوْرِيَةُ "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" ব্যবহার করাকে "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ "(ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে শব্দালংকার বলে ।" لُمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') তে শব্দ ব্যবহারে দুটি অবস্থা রয়েছে।

(১) "اَلْمُحَسِّنَةُاللَّفْظِيَّةُ " (মুহাস্সানাতুল লাফজিয়া) তথা "শব্দগত সৌন্দর্য "
(২) " "اَلْمُحَسِّنَةُالْمَعْنَوِيَّةُ(মুহাস্সানাতুল মা'নাবিয়্যাতু) তথা " অর্থগত সৌন্দর্য " ।

উপরে বর্ণিত "التَّوْرِيَةُ "(আত্তাওরিয়্যাতু) তথা "দুই অর্থ বিশিষ্টশব্দ" পদ্ধতিটি " "(মুহাস্সানাতুল মা'নাবিয়্যাতু) তথা " অর্থগত সৌন্দর্য " এর অন্তর্ভূক্ত । এ পদ্ধতিতে একটি শব্দের দুটি অর্থ থাকে। একটি নিকটবর্তী অর্থ যা বলামাত্র তাৎক্ষণিক বিনা চিন্তায় বুঝে আসে। এ অবস্থাটি শব্দের শাব্দিক অর্থের সাথে সম্পর্কিত। আর অপরটি দূরবর্তী অর্থ যা বলামাত্র তাৎক্ষণিক বিনা চিন্তায় বুঝে আসে না বরং গভীর সুক্ষন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। এ অবস্থাটি শব্দের আইনগত অর্থের সাথে সম্পর্কিত। "عِلْمُ الْبَدِيْعِ"(ইলমুল বাদী') এর অন্তর্ভূক্ত "التَّوْرِيَةُ "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা " দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" পদ্ধতিতে ব্যবহৃত শব্দের দূরবর্তী অর্থ তথা আইনগত অথর্ই উদ্দেশ্য এবং গ্রহণযোগ্য। আর এ পদ্ধতিতে নিকটবর্তী অর্থ তথা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্যও নহে এবং গ্রহণযোগ্যও নহে বরং পরিত্যাজ্য।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী ---- كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিতে ব্যবহৃত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটিও "التَّوْرِيَةُ "(আত তাওরিয়্যাতু) তথা " দুই অর্থ বিশিষ্ট শব্দ" পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এ শব্দটি শব্দালংকারে পরিণত হয়েছে এবং এর দুটি অর্থও আছে।

(১) একটি এর নিকটবর্তী অর্থ তথা শাব্দিক অর্থ যেমন- "নতুনত্ব, নতুন কাজ, ও নতুন বিষয়" যা বলামাত্র তাৎক্ষণিক বিনা চিন্তায় সহজে বুঝে আসে। এ নিকটবর্তী অর্থটি তথা শাব্দিক অর্থটি এখানে গ্রহণযোগ্য নহে এবং উপরোল্লিখিত হাদিস শরীফখানার উদ্দেশ্যও এটা নহে বরং পরিত্যাজ্য।

(২) দ্বিতীয়টি এর দূরবর্তী অর্থ যেমন (ইসলাম ধর্মে)"সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" [6] যা বলামাত্র তাৎক্ষণিক বিনা চিন্তায় বুঝে আসে না বরং গভীর সুক্ষন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী - " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিতে ব্যবহৃত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির দূরবর্তী তথা আইনগত অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধসমূহের জন্য রচিত শব্দাবলীর সবগুলোর আইনগত দিকই উদ্দেশ্য ।

(গ) আমাদের নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার " جَوَامِعُ الْكَلِمِ"("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যবলী" পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে<>বিস্তারিত আলোচনা ।

جَوَامِعُ الْكَلِمِ"("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী" ব্যবহারঃ

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক ও অতিউচ্চস্তরের আরবি বাক্য । কারন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বাণীর ভাষার মান অতি উচ্চ। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূর্বে ও পরে তাঁর মত এত উচ্চস্তরের মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টির মধ্যে আর কেহ নাই । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হলেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টির মধ্যে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ । সে দৃষ্টি কোন থেকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আরবি বাক্য ব্যবহার ও ভাষা প্রয়োগেও সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়

[6] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

ছিলেন । সেই জন্য হাদিস শরীফের ভাষার মান সাধারণ আরব মানুষের ভাষার মানের চেয়ে অতি উন্নত ও অত্যাধিক স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা যেহেতু অতিউচ্চস্তরের মানুষ ছিলেন সেহেতু তাঁর বাক্যবলীর ব্যবহার ছিল অতিসংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক । সেই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র বানীর বাক্যকে " جَوَامِعُ الْكَلِمِ" ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী" বলে। যেমন- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ" (অর্থঃ- আমাকে ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী" দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে", বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৭৩,মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২৩।)

" اِنِّي أُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ"(অর্থঃ- নিশ্চয় আমাকে ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলী" প্রদান করা হয়েছ ",মুসান্নাফি আব্দুর রাজ্জাক,হাদিস শরীফ নং-২০০৩৩,২০০৩৪)। এটা যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ ও দয়া এবং এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও বটে ।

যেহেতু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা " جَوَامِعُ الْكَلِمِ" ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর" অধিকারী ছিলেন সেহেতু তিনি তাঁর প্রিয় জ্ঞানী ও জ্ঞান পিপাসু সাহাবাগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নিকটও কথাবার্তা আদান-প্রদানের সময় "جَوَامِعُ الْكَلِمِ"("জাওয়ামিউল কালিম")তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর" ব্যবহার করতেন ।

সে দিক দিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী- " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটি তাঁর "جَوَامِعُ الْكَلِمِ" ("জাওয়ামিউল কালিম") তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর" অন্তর্ভক্ত। " جَوَامِعُ الْكَلِمِ" ("জাওয়ামিউল কালিম")তথা "ব্যাপক অর্থবোধক কম শব্দযুক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যবলীর" সাধারনত "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের বেলায় "اَلْإِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। মানুষ পরস্পর পরস্পরের নিকট ভাবের আদান-প্রদাণের সময় সাধারনত প্রকাশ ভঙ্গির দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করে থাকে।

"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে এ দুটি পদ্ধতিকে নিম্নে বর্ণিত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ।

(১) "اَلْإِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" এবং

(২) "اَلْإِطْنَاب"(আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" হিসেবে অভিহিতকরা হয় ।

"عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রে "اَلْإِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"পদ্ধতি সাধারনত উচ্চস্তরজন অধস্তনদের নিকট প্রয়োগ করেন আর "اَلْإِطْنَاب"(আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতি সাধারনত অধস্তনজন উচ্চস্তরজনদের নিকট প্রয়োগ করেন। যিনি মর্যাদায় নিম্নে তাকে অধস্তনজন বলে আর যিনি মর্যাদায় উচ্চে তাকে উচ্চস্তরজন বলে।

আমরা যেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত সেহেতু আমরা তাঁর অধস্তনজন । তাই, তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাঁর উম্মতের বেলায় "اَلْإِطْنَاب"(আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতির পরিবর্তে " اَلْإِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতি প্রয়োগ

করেছেন। সেই জন্যই হাদিস শরীফের– " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) অংশটুকু "اَلْاِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এর দুটি অর্থ আছে । একটি এর বাহ্যিক অর্থ অপরটি এর আভ্যন্তরীন অর্থ ।

(১) " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) এর বাহ্যিক অর্থঃ প্রত্যেকটি "بِدْعَةٌ"(বিদআ'তুন) তথা "(ইসলাম ধর্মে) "সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছুই(আইনই) ভ্রষ্টতা।

(২) كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ"(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) এর আভ্যন্তরীন অর্থঃ ইসলামি শরীয়তে বা (ইসলাম ধর্মে) "সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু (আইন)" হারাম"।

আরবি ভাষায় এ বক্যটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় যেমন– " اِحْدَاثُ قَانُوْنٍ جَدِيْدٍ فِىْ الشَّرِيْعَةِ الْأَسْلَامِيَّةِ حَرَامٌ "

এ রকম অধিক শব্দ ব্যবহার করে যদি কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় তখন এটাকে " عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের বেলায় "اَلْاِطْنَاب"(আল ইতনাবু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধটি সাধারনত অধস্তন লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে। তাই, আমরা তাঁর উম্মত হওয়ার কারনে আমরা তাঁর অধস্তন বিধায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতের বেলায় তাঁর বক্তব্য, বাণী উপস্থাপন করার সময় "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রকাশ ভঙ্গির দ্বিতীয় পদ্ধতি"اَلْاِطْنَاب"(আল ইতনাবু)তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতি পরিত্যাগ করে "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রকাশ ভঙ্গির প্রথম পদ্ধতি "اَلْاِيْجَاز "(আল ইজাযু)তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ"পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন । এই "اَلْاِيْجَاز"(আল ইজাযু)তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতিতে বাক্য সংক্ষিপ্ত হয় আর তখন এর আভ্যন্তরীন অর্থ ব্যাপক হয়। যখন উচ্চস্তরজনের বাক্য ও ভাষা "اَلْاِيْجَاز "(আল ইজাযু) তথা "প্রকাশ ভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ" পদ্ধতিতে প্রকাশ হবে তখন উক্ত বাক্য "اَلْاِطْنَاب"(আল ইতনাবু)তথা "প্রকাশ ভঙ্গির দীর্ঘরূপ" পদ্ধতিতে সহজ ও সরল অর্থে প্রকাশ করতে হবে । তা হলে বক্তার বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য ও সঠিক মর্ম উদ্ধার সম্ভব হবে অন্যথায় ভুল হয়ে যাবে।

(ঘ)ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভূক্ত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللّٰهُ)ব্যবহারের মাধ্যমে<>

" كُلُّ بِدْعَةٌ ضَلاَلَة"(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে "اَلشَّرِيْعَةُ الإسْلَامِيَّة" তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللّٰهُ এর ব্যবহারঃ

" كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ "(ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাস্ত্রের ব্যবহার সমাপ্ত হল। এখন "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا اَللّٰهُ এর ব্যবহারের মাধ্যমে" كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে বিস্তরিত আলোচনা করা হবে ।

উপরে আমি "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অথর্ই বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। যেমন–

(ক) অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ।

(খ) অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থ ।

(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অর্থ ।

বর্ণিত "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে ইসলামি শরীয়তে কোন অর্থটি এখানে

উদ্দেশ্য, প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় তা "عِلْمُ الْبَلَاغَةِ "(ইলমুল বালাগাত) তথা (আরবি ভাষার) অলংকার শাস্ত্রের দুটি শাখা যেমন- "عِلْمُ الْمَعَانِى (ইলমুল মাআ'নী) ও عِلْمُ الْبَدِيْعِ" (ইলমুল বাদী') এর ব্যবহারের মাধ্যমে আমি উপরে বিশদ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।
বর্ণিত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি কোন জায়গায় এবং কোন অবস্থায় ব্যবহার করা প্রযোজ্য ও গ্রহণীয় তা ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)এর ব্যবহারের মাধ্যমে আমি এখন নিম্নে বিশদ ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা ।
আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামার বানী " كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ " (কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটিতে ব্যবহৃত بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির দ্বারা উপরে----------
(ক) তে বর্ণিত অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থটিই উদ্দেশ্য নহে
(খ) তে বর্ণিত অভিধানভিত্তিক পারিভাষিক অর্থটি
(গ) তে বর্ণিত শরীয়তী তথা আইনগত অর্থটির উদ্দেশ্যের সহায়ক।
এখন আমি بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির তিনটি অর্থের মধ্যে উপরে (ক) তে বর্ণিত অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন নতুন কাজ, নতুন বিষয় ও নতুন ব্যাপার ইত্যাদির উপর ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة")তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চারটি (০৪টি) আইনগত নামের মধ্যে চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর ব্যবহারের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা ।

এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং-২৫৯ এ আমি ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছি। এখন আমি كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "(কুল্লু বিদআ'তিন দলালাতুন) বাক্যটির মর্মার্থ উদ্ধারে ইসলামি শরীয়তের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর ব্যবহার দেখাব ইনশা আল্লাহ তাআ'লা ।
"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে প্রথম দিকে উপরে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। এখন শুধু এর সংজ্ঞা প্রদান করে এর ব্যবহার দেখাব ।
শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত (মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত) ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ-এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল , আয়াত নং -৮) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে মহান আল্লাহ তাআ'লা "ফরজ-হারাম" ঘোষণা না দিয়ে বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন-- -
[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি

[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি
[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি,
৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা ,২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) বলে।

অপরদিকে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য (যেমন- মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ- " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮) সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়কে যেমন--
[ক] দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত আসবাব পত্রসমূহ -ফোন, ফ্যাক্স,.কম্পিউটার, মাইক ইত্যাদি
[খ] গৃহে ব্যবহৃত আধুনিক আসবাবপত্র- সোফা,ড্রেসিং টেবিল, ওয়াড্রপ ইত্যাদি
[গ] যানবাহনের মাধ্যমসমূহ - এরোপ্লেন, বাস ,ট্রাক ইত্যাদি
[ঘ] পার্থিব বিষয়-১. -বর্তমান বিবাহ অনুষ্ঠান এবং উহার রীতিনীতি ও উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত রকমারী ডেকোরেশন, ২. আধুনিক সরকার গঠন পদ্ধতি, ৩. আধুনিক ভোটদান পদ্ধতি,
৪. আধুনিক শিক্ষা দান পদ্ধতি ৫. শহীদ মিনারে ও মাযার শরীফে ফুল দেয়া ৬. পহেলা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, উক্ত দিনে ইলিশ মাছ ও পান্তা ভাতের আয়োজন করা ইত্যাদি।
[ঙ] ধর্মীয় বিষয়-১. মেরিজ ডে বা বিবাহ দিবস পালন করা , ২.জন্মবার্ষিকী পালন করা, ৩.কারো মৃত্যুর পর চল্লিশা পালন করা, ৪.ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াম সাল্লামা উৎযাপন করা, ৫. মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালন করা, ৬.ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, ৭.কারো ভালবাসা বা স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাড়ানো, ৮.কারো মৃত্যুর পর দোয়া-মোনাজাতের ব্যবস্থা করা, ৯.জানাযার নামাজের পর পূনরায়-মতামত দোয়া মুনাজাত করা, ১০. আযানের পূর্বে ও পরে আমাদের নবী- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ,

১১.ফরজ নামাজের পর হাত উঠায়ে দোয়া-মুনাজাত করা ইত্যাদি এ রকম আরো অন্যান্য নতুন নতুন অনুষ্ঠান করা, ১২.শবে মেরাজের রাত্রে ও শবে বরায়াতের রাত্রে (শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ শা'বানের রাত্রে) জাঁকজমকের সাথে বা একা মসজিদে বা বাড়ীতে নফল নামাজ পড়া, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিনে বা রাত্রে রুটি, মিষ্টান্ন পাক করে নিজেরা খাওয়া বা অন্যদেরকে খাওয়ানোকে আরবি অভিধানের শাব্দিক অর্থানুসারে بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) বলে।

উপরের উদাহরনগুলোতে বর্ণিত বস্তু , কাজ ও বিষয়গুলোর মত বা অনুরূপ যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে "ফরজ না হারাম" এবং এরূপ সদৃশপূর্ণ যে কোন প্রশ্ন যে কেহ করলেই সে হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী ।

অন্য কথায় যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে "ফরজ না হারাম" এবং এরূপ সদৃশপূর্ণ যে কোন প্রশ্ন করাই ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে হারাম বা নিষিদ্ধ ।

যেখানে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় সম্পর্কে ফরজ না হারাম এরূপ যে কোন প্রশ্নকারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী সেখানে ফরজ বা হারাম মন্তব্যকারী আরো অধিক মহা পাপী বা মহা অপরাধী হিসেবে গণ্য।

যেমন- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে যে কোন নতুন বস্তু, নতুন কাজ ও নতুন বিষয় গ্রহণ বা কার্যকর করার জন্য অথবা বর্জন বা প্রত্যাখান করার জন্য "ফরজ না হারাম" এরূপ যে কোন প্রশ্ন না করার বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য কঠোরভাবে বলেছেনঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

" إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَ لَ عَنْ شَيْئٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ " أَجْلِ مَسْأَلَتِه - (عن سَعْدِ بِنْ أَبِيْ وَقَّا ص عن أبِيْه-[بخاري -7289] +(عن عامر بن سَعْدِ عن أبِيْه-مسلم-2358)

অর্থঃ-"নিশ্চয় মুসলমানদের মধ্যে সে সবচেয়ে মহা পাপী বা মহা অপরাধী যে মুসলমনদের উপর হারাম করা হয়নি এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে । অতপর তার প্রশ্নের কারণে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছে",আমের বিন সা'দ (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে, মুসলিম শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৮, সামান্য পরিবর্তন সহ সা'দ বিন আবি ওআক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে ,বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮৯)। তাই, কোন নতুন বিষয় বা নতুন কাজ চোখে দেখা গেলেই উক্ত নতুন বিষয় বা নতুন কাজ গ্রহণ-বর্জন করা "ফরজ না হারাম" এরূপ প্রশ্ন করা যাবেনা ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُم ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُؤالِهِمْ وَ اِخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ ، وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (1823) في السنن الْكُبْرَى ، الْبَيْهَقِي -

অর্থঃ-রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি যেই বিষয় ত্যাগ করেছি(যেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা ত্যাগ করেছি) তোমরাও সেই বিষয়ে আদেশ-নিষেধ ঘোষণা দেওয়া ছেড়ে দাও ।কেননা, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদেরকে প্রশ্ন করে ও তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে/মতানৈক্য করে ধ্বংস হয়ে গেছে । আর আমি কোন বিষয় থেকে তোমাদেরকে বারণ করলে তা ত্যাগ কর,আর আমি কোন বিষয়ে আদেশ করলে সাধ্যানূযায়ী কর । সুনানুল কুবরা, বাইহাকি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮২৩ ।

উরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এই কথাই বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে যেই বিষয়ে "ফরজ-হারাম" বলা ছেড়ে দিয়েছেন সেই বিষয়গুলোর

ব্যাপারে আমাদেরকেও “ফরজ-হারাম” বলা ছেড়ে দিতে হবে এবং সেই বিষয়গুলোর গ্রহণ-বর্জন করার ব্যাপারে অন্য কাউকে “ফরজ না হারাম” এইরূপ প্রশ্ন করা থেকেও বিরত থাকতে হবে । কারণ, কোন নতুন বিষয় বা নতুন কাজ চোখে দেখা গেলেই উক্ত নতুন বিষয় বা নতুন কাজ গ্রহণ-বর্জন করা “ফরজ না হারাম” এরূপ প্রশ্ন করাই হারাম বা নিষিদ্ধ । শুধুমাত্র আমাদের একমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব হল এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর হাদিস শরীফে সরাসরি বোধগম্যমূলক যেই সব বিষয়সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে শুধু বিরত থাকব আর যেই বিষয়গুলো পালন করতে বলেছেন তা যথাসাধ্য পালন করব । এর বেশী কোন প্রশ্নই করব না । এতেই মুক্তি ।

অতএব, بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো আর ”মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর অন্তর্ভূত্ত সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো সমপর্যায়ের তথা একই মর্যাদাসম্পন্ন । অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটি আর ”মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ)টি” পরস্পর একে অপরের সম্পূরক তথা সমপর্যায়সম্পন্ন।

অনুসিদ্ধান্তঃ بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থ আর “ মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় ” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) একই।

উপসংহারঃ بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো আর “ মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় ” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে “ফরজ-হারাম” নামে অভিহিত না করে “জায়িয বা মুবাহ” হিসেবে নাম করণের জন্য ইসলামি শরীয়তের (اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম “ মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় ” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উসুল বা মূলনীতি।

সিদ্ধান্তঃ بِدْعَةٌ" (বিদআ’তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলো আর ”মহান আল্লাহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়” (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোর উপর আমল করা ইসলামি শরীয়তে জায়িয ও মুবাহ। এগুলো বাস্তব জীবনে কার্যকর করা , সম্পাদন করা, পালন করাতে মঙ্গল ও কল্যাণ লাভই হবে আর না করাতে কোন গুনাহ নাই তবে মহাকল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার নিদর্শন।